

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21

Published on 3rd January, 2019

মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে জনমতে গড়ে তুলুন

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ঃ ৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

থ্যালাসেমিয়া বিরোধী সচেতনতার লড়াইয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সাথী হন।

January, 2019 Volume-IV, Issue-XI | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

শপথে, প্রত্যয়ে, চেতনায়, কলরবে মুখর



এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া রোধের শপথ নিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে বিধান সরণী হয়ে এগিয়ে চলেছে র‍্যালি। নিজস্ব চিত্র

বিদায় ২০১৮

স্বাগত ২০১৯

এক পলকে দেশ

উর্জিতের ইস্তফা

নয়াদিল্লি- দু'বছর তিন মাসের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন উর্জিত প্যাটেল। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ালেন তিনি।

রাফাল স্বস্তি

নয়াদিল্লি-রাফাল কেনা নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিদের বেঞ্চ রায় দিয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে ওই যুদ্ধবিমান কেনার পদ্ধতি নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

জ্ঞানপীঠ

নয়াদিল্লি-২০১৮ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত



হলেন বঙ্গসন্তান অমিতাভ ঘোষ। জ্ঞানপীঠে এই প্রথম ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যিকে মর্যাদা দেওয়া হল।

মহার্ঘ তাজ দর্শন

নয়াদিল্লি- এবার থেকে তাজমহল দেখতে হলে ভারতীয় পর্যটকদের গুনতে হবে ২৫০ টাকা। বিদেশি পর্যটকদের দিতে হবে ১৩০০ টাকা।

শহরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের বিরাট র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা-উত্তরোত্তর মানুষের ঢল বাড়ছে। প্রতি বছরের মতো এবারও ২ ডিসেম্বর শ্যামবাজার থেকে এইডস্, থ্যালাসেমিয়া রোধে সুসজ্জিত র‍্যালি সমগ্র উত্তর কলকাতা পরিক্রমা করল। ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস্ দিবস এবং ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসকে সামনে রেখে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ২ ডিসেম্বরে সকাল ১০টায় শ্যামবাজারে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং পায়রা উড়িয়ে র‍্যালির আনুষ্ঠানিক যাত্রার উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ অধ্যাপক ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য সহসভাপতি সারদাত্মানন্দ মহারাজ সহ কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ এবং এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা। উদ্বোধনী ভাষণে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য বলেন, এই র‍্যালি সমস্ত জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ ও রংয়ের উর্দ্ধে। এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া রোধের চাবি সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিতেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছে। নেতাজির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে র‍্যালি এগিয়ে চলে বিধানসরণী অভিমুখে। মুক্ত কর্মশালার অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গৌতম সুন্দর।

শুধুমাত্র জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে শহরের কেন্দ্রস্থল শ্যামবাজার থেকে প্রতিবছর এরকম বিশাল র‍্যালি করার উদ্যোগ নেয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই র‍্যালির সাজসজ্জা ছিল অপূর্ব। র‍্যালির অগ্রভাগে ফুলের গাড়ি থেকে রাস্তায় দু'পাশে দাড়িয়ে থাকা মানুষদের বরণ করে নেওয়া হচ্ছে ফুল দিয়ে। পরবর্তীতে প্রচারের গাড়ি থেকে বিরামহীনভাবে প্রচার চলছে মাইকে। ট্যাবলো সহ ২০টি সুসজ্জিত গাড়ি থেকে নৃত্য, গীত, মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে প্রচার চলেছে অনবরত। এইডস্ থ্যালা-সেমিয়া আক্রান্তরা সঙ্গে প্রতিবন্ধীরাও এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালির মাঝে রণ পা মাথা উঁচু করে চলেছে ফেস্টুন নিয়ে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলারা শঙ্খধ্বনি করছেন। বিভিন্ন রংয়ের পতাকা নিয়ে র‍্যালিতে শিশুদের অংশগ্রহণ সকলের নজর কেড়েছে। শহরে শব্দদূষণ রোধে বার্তা দিতে এক ঝাঁক তরুণ 'নো হর্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে মোটর সাইকেলে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিল। বলাবাহুল্য, এই র‍্যালির একই অঙ্গে ছিল বিভিন্নরূপ। বিধান সরনী, বিডন স্ট্রিট, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, গিরীশ এভিনিউ, বাগবাজার হয়ে শ্যামবাজার এই ছিল র‍্যালির যাত্রাপথ। পথের মাঝে ১৩টি সংগঠন র‍্যালির উদ্যোক্তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

র‍্যালিতে শেষ নয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ২ ডিসেম্বরের কর্মসূচী। র‍্যালি চলাকালীন সংগঠনের অডিটোরিয়ামে শুরু হয়ে যায় উপহার বর্জিত রক্তদান উৎসব। এই উৎসবে প্রায় ২০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১৫০ ক্লাব সংগঠনের সদস্যরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালির শেষে শ্যামবাজারে সংগঠনের কার্যালয়ের পাশে 'মুক্ত মঞ্চে শুরু হয়ে

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

জড়িয়ে নিতে চাই

নিজস্ব সংবাদদাতা-'মানুষের সেবা করাটা একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন তার জ্বলন্ত উদাহরণ।' ২ ডিসেম্বর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা র‍্যালি এবং মুক্ত কর্মশালার অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন



সাংসদকে প্রশস্তিকা প্রদান করছেন সঞ্জীব আচার্য্য

সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষণে একথাগুলি বলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এদের সেবা করে চলেছে। সকলকে বুঝিয়ে চেষ্টা করতে হবে, আমি নিজেকেও এর মধ্যে জড়িয়ে নিতে চাই। এদের প্রতিটি বার্তা গুরুত্বপূর্ণ। এরা মাথা উঁচু করে বলতে পারে, এই বিষয়ে সহযোগিতা চাই। আগামী দিনে, এসব ভালো কাজে আরও বেশি বেশি করে ভালো মানুষ আসবেন।

এক পলকে রাজ্য

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-বরোভিত্তিক থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় সেন্টার করার কথা বিবেচনা করছে কলকাতা পুরসভা। জানবাজারের একটি অনুষ্ঠানে এই ইঙ্গিত দেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

নিশাচর দর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাতে নিশাচর প্রাণীদের দেখানোর জন্য চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ নতুন ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। লজ্জাবতী বাঁদর, সজারু, পেঁচা এবং প্যাঙ্গোলিনদের জন্য নতুন আবাস তৈরি হচ্ছে। হায়নার জন্যও নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে।

চার নতুন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি-শপথ নিলেন চার নতুন মন্ত্রী। তাপস রায়, সুজিত বসু, রত্না ঘোষ ও নির্মল মাঝি। এরই মধ্যে তাপস রায় ও সুজিত বসু স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন।

ইন্দ্রপতন





নিজস্ব প্রতিনিধি-চলে গেলেন বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগের শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় (৯১), রাজ্যের প্রাক্তনশিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন (৭২) এবং বর্ষীয়ান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (৯৪)

এখানে - ওখানে

মঞ্চে নয়, পথে



মঞ্চে বক্তৃতারত প্রাক্তন ফুটবলার কার্তিক শেঠ নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেশের মাঠে অতীতে দাপিয়ে ফুটবল খেলেছেন কার্ত্তিক শেঠ। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ২ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে এসে তাঁর আক্ষেপ, 'র‍্যালিতে হাঁটতে পারলাম না। আমরা মঞ্চের লোক নয়। এসব ভাল কাজে পথে নেমে হাঁটতে চাই। আগামীবছর ভেটারেন্স ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে র‍্যালিতে হাঁটবার অঙ্গীকার করেছেন তিনি।

প্রবীণের ছোঁয়া



মঞ্চে উপবিষ্ট শিবানন্দ মহারাজ। তাঁরই কথা বলছেন শিষ্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-তিনি এলেন, জয় করলেন, চলে গেলেন। ১৮৯৬ সালে তাঁর জন্ম। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত ২ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ১২৩ বছরের প্রবীণ নাগরিক শিবানন্দ মহারাজ। এই মুহূর্তে রাজ্যের তো বটেই দেশের মধ্যে বোধ করি তিনি সবচেয়ে প্রবীণ। তাঁর পরনে ছিল একটি সাদা ছোট ধুতি, গায়ে ফতুয়া। শৈশব থেকেই দারিদ্রতা তাঁর নিত্যসঙ্গী। সেকারণেই অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত তিনি। দেশের মধ্যে দুটি বড় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কোনও রোগের সন্ধান পায় নি। এহেন মহারাজের পাদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সকল সদস্যবৃন্দ এবং অনুষ্ঠানে আগত সকল অভ্যাগতরা।



মনোজ তেওয়ারিকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

আম্পায়ারদের স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-আম্পায়ার অব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর উদ্যোগে ৫ ডিসেম্বর ময়দান পাড়ার স্পোর্টিং ইউনিয়ন শিবিরে সাড়ম্বরে পালিত হল স্বাস্থ্য শিবির। এই স্বাস্থ্য শিবিরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ইসিজি, ব্লাড সুগার ও ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয় আগত সব সদস্যদের। অনুষ্ঠানে বাংলার ক্রিকেট অধিনায়ক মনোজ তেওয়ারিকে সম্বর্ধনা জানান সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অন্যদিকে প্রাক্তন আম্পায়ার এবং রঞ্জি ট্রফির খেলোয়াড় ও জুনিয়র বেঙ্গলের সিলেক্টর অভীক মিত্র সম্বর্ধনা জানান সঞ্জীব আচার্য্যকে। অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় সঞ্জীব আচার্য্য থ্যালাসেমিয়া এবং এইডস্-এর মতো মারণরোগের বিপদ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি জানান, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই মারণরোগ রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে লাগাতার বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে চলেছে। এই কাজে তিনি সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

বিরাট র‍্যালি

প্রথম পাতার পর

যায় কর্মশালা। কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরমাতা প্রণতি ভট্টাচার্য্য, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় বরো চেয়ারম্যান সাধন সাহা, প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান সলিল চট্টোপাধ্যায়, ১২৩ বছরের বরিষ্ঠ নাগরিক শিবানন্দ মহারাজ। রক্তদান আন্দোলনের পুরোধা পরেশ সরকার, বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কার্তিক শেঠ, আই এফ এ-র কর্তা 'সমীরণ চক্রবর্তী' সমাজসেবী প্রবন্ধ রায়, সজল ঘোষ সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কর্মশালার মঞ্চে সব অভ্যাগতদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কর্মশালা চলাকালীন এইডস্ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত এবং প্রতিবন্ধীদের নিয়ে শুরু হয়ে যায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা। অঙ্কন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী সকলকেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জীবনদায়ী ওষুধ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়। স্বর্গীয় সুনীল কুমার দে-র স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্র কম্বল দান করেন গরীবদের। ডেঙ্গু রোধে আন্তরিক-এর নাটক সকলের মন ছুঁয়ে যায়। এছাড়াও একক প্রয়াসে আরএ একটি সচেতনতা মূলক নাটক মানুষের প্রশংসা আদায় করে নেয়। সূর্যাস্তের সাথে সাথে অনুষ্ঠানে আগত প্রত্যেককে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের ইতি ঘোষণা করেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

রেনবোতে সচেতনতা শিবির



নিজস্ব প্রতিনিধি-বিধান সরণীতে স্কটিশ স্কুলের সামনে রেইনবো ক্লাবের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা সহ অন্যান্যরা।

ফ্রেন্ডস ক্লাবে শিবির



নিজস্ব প্রতিনিধি-অল্ ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৬ ডিসেম্বর বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৯ ৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা)২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৪৬৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৬, ২৩৫০৮৮৩৬
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৪৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবননীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২ ২

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস-২৪৮৪৪৩২২
সিটি পয়েন্ট-২৫৬৪১১৩
জনকল্যান-২৮৬৭৫০১২
হেলথ কেয়ার-২৪১৬৪৬৭৫
আলো-২৪৭২১০৩৯
সিস্টার-২৪৪২৬৩৮৫
লোকনাথ-২৩৭২৭৬৩
লাইফ কেয়ার-২৫৭৮৮৭০২
নিবেদিতা-২২৮৪৭৮১০
আনন্দময়ী-২৪৬৪৭২৯৪
রিলিফ-২২৮৯৭৩৬২
পেলিকান-৯৪৩২৭৬৯২৫
সঞ্জীবনী-২৩৬০৭৮৮১
ট্রেন্ড নার্সেস-২৫৫৪২৭৭৫
নার্সেস অ্যাসো.-২২৪১৬৮২৪

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৬৬৬৬/৬১৬৪/৩১৭০
ভবানী ভবন-২৪৭৯১৭৬১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৪৭৫,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪৩১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোল ফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৪
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৬৫৭২৬৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উদয়ের
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
ওখার্ড-২৪৭৫৪৪২০
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২৫৩৩০৩৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৪৩১৯৮৮৫
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
আলিপুর চেতলা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মীরা সেবা-২৪১১৮৩১৬
মাতৃসংঘ জন কল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
ড. বিধান রায় মেমো-২৫৭৪৯৭৩৮
কুমারটুলি ইন্স-২৫৩০৫৫৬১
তালতলা পিপল-২২৬৫৫২৩৯
রাজীব গাঁধী-২৪৫৪৭০৭০
শিবমন্দির-২৪৬৫৬৭৪৯
এমার কেয়ার-২৩২০৩১৮১

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড
এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা
কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

হ্যাঁ আমরা এগোচ্ছি লক্ষ্য পূরণের দিকে। আমরা চেয়েছিলাম চিকিৎসা পরিষেবাকে পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে। সময় বলবে আমাদের সাফল্যের কথা। এই মুহূর্তে পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র সিরাম। আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-ই আমাদের চাবিকাঠি। আমরা আগামী দিনে এই চিকিৎসা ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে চাই। আর সর্বাধুনিক রক্ত পরীক্ষার প্রযুক্তি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে চাই। আপনারা সঙ্গে আছেন। আমরা পারবই।

SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1,Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0696 / 6572, 98302 74990
Fax: 2530 0696
Email: serum.kol@gmail.com
web: www.sserumanalysiscentre.com
আমরা বিস্তৃত ঃ আসাম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, নেপাল, বিহার, ওড়িশা, মেঘালয়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়

সংহতি সংঘের প্রয়াস



নিজস্ব প্রতিনিধি-পলতা সংহতি সংঘের উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবির পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার বিপদ এবং এই মারণরোগ রোধে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়া রোধে একটাই চাবি, বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ না দিয়ে এই রোগ রোধ করা সম্ভব। ফলে জন্মের এক বছর পর থেকে বিয়ের আগে মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াটা অবশ্য জরুরি। থ্যালাসেমিয়া ও এইডস্ রোধে এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংহতি সংঘের বিপ্লব চক্রবর্তী, কৃষ্ণ বর্মন, জ্যোতিবিকাশ সহ অন্যান্যরা।

প্যারিস জ্বলছে



বিক্ষোভ চলছে প্যারিসের রাজপথে

প্যারিস-জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বছরের শেষে বিক্ষোভকারীদের আন্দোলনে জ্বলছে প্যারিস। চরমপন্থী ও হিংসাত্মক আন্দোলনকে কোনওভাবেই বরদাস্ত করবেন না ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকর। তবে নরমপন্থীদের সঙ্গে আলোচনার দরজা খুলে রেখেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। প্যারিসে শান্তি বজায় রাখতে প্রায় ৮২ হাজার নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে ফরাসী প্রশাসন। বর্ধিত পেনশন, কর ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, দৈনিক পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এসব দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন চলছে ফ্রান্স জুড়ে। তবে প্যারিসেই এর প্রকোপ বেশি। দাবিগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে প্রশাসন।

মোদিকে আক্রমণ

ইসলামাবাদ-মোদীকে নিশানা করে ফের আক্রমণ হানলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইমরান বলেছেন, 'বর্তমানে যে সরকার দিল্লিতে ক্ষমতায় রয়েছে, তারা মুসলিম বিরোধী। আমি যতবার চেষ্টা করছি এগিয়ে যাওয়ার ততবারই প্রত্যাখান করছে ওরা।' সম্প্রতি কর্তারপুর করিডর নিয়ে দু'দেশের মধ্যে চাপানউতোর চলছে। তাঁর আশা, পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পর দু'দেশের মধ্যে ফের আলোচনা শুরু হবে।

ফের বিক্রম সিংহ

কলম্বো-৫১ দিন পর শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী পদে ফের শপথ নিলেন ইউ এন পি-র প্রধান রনিল বিক্রম সিংহে। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান দেশের প্রেসিডেন্ট মৈত্রী পালা সিরিসেনা।

পুতিনের বিয়ের ইচ্ছে

মস্কো-বয়স এখন ৬৬। রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি। কিন্তু তাতে কী! ষাটোর্দ্ধ পুতিন নতুন সঙ্গিনীর সঙ্গে জীবন কাটাতে চান। নিজেই সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁর কথায়, 'আবার হয়তো বিয়ে করবো।' তবে কার সঙ্গে, সে ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন পুতিন। প্রবীণ এই রাজনীতিক ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা একেবারেই পছন্দ করেন না। একটি সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে পুতিন তাঁর বিয়ের ইঙ্গিত দেন। ২০১৩ সালে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তাঁর দুই মেয়ে ক্যাটরিনা ও মারিয়া। তাঁরা রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন। শুধু তাই নয় প্রেসিডেন্ট কন্যা হিসেবেও কোন প্রচারের আলোয় আসেন নি তাঁরা।

টুইট প্যাঁচ

মায়ানমার-টুইটারের সিইও জ্যাক ডরসি মায়ানমারের প্রশংসা করে বিপদে পড়লেন। ছুটি নিয়ে মায়ানমারে বেড়াতে গিয়েছিলেন ডরসি। দেশে ফিরে বেড়ানোর ছবি টুইট করে লেখেন। 'ভীষণ সুন্দর দেশ, সুস্বাস্থ্য খাবার, সবাইকে মায়ানমারে যাওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু রোহিঙ্গা হত্যা নিয়ে কোন কথার উল্লেখ নেই। সেকারণেই নেটিজেনের রোষের মুখে পড়েন।

সাগরপারের টুকিটাকি



ভিসা বাতিল

লন্ডন-ঋণখেলাপী ব্যবসায়ীদের ব্রিটেনের বাসিন্দা হওয়া আটকাতে ৬ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে বিতর্কিত গোল্ডেন ভিসা পদ্ধতি বাতিল করেছে। ব্রিটেন এই ভিসার অপব্যবহার করে ভারত, চিন এবং রাশিয়ার বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা ব্রিটেনে আশ্রয় নিচ্ছেন বলে অভিযোগ।

ইস্তফা ম্যাটিসের

ওয়াশিংটন-ট্রাম্পকে নিয়ে বাইরে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। 'যুদ্ধক্ষেত্র সিরিয়া ও আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্তের জেরে নিজের ঘরেও ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প। তাঁর কাছের লোক হিসেবে পরিচিত জিম ম্যাটিসও ইস্তফা দিলেন। ম্যাটিস ট্রাম্পকে চিঠিতে লিখেছেন,'যার সঙ্গে আপনার মতের মিল হবে তাঁকেই পরবর্তী প্রতিরক্ষা সচিব করা উচিত।'

গৃহহীন মেসি



মুর্তাজা আহমেদি

কাতার-ভয়ে, আতঙ্কে সর্বদা চলাফেরা করতে হত। রাতের অন্ধকারে বাড়ির সামনে অপরিচিতরা চলাফেরা করত। দিনের বেলা আর এক বিপদ। রাস্তাঘাটে অপরিচিতরা জিজ্ঞাসা করে 'ওই ছেলেটাই তো মুর্তাজা? গজনিতে সাম্প্রতিক তালিবান পরে ভিটেমাটি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সংখ্যালঘু হাজরা সম্প্রদায়ের আহমেদি পরিবার। এই পরিবারের ছোট ছেলেকে মুর্তাজা আহমেদিকে বাইরের মানুষ চেনে 'আফগান মেসি' নামে। দু'বছর আগে মেসির জার্সি পড়া এই ছেলের ছবি ভাইরাল হয়। কাতারে গিয়ে মেসির সঙ্গে দেখাও করে জার্সি উপহার দেয় মুর্তাজা। যুদ্ধ বোঝে না, শুধু ফুটবল খেলতে চায় সে। কাবুলে আত্মীয়ের বাড়িতে বসে দিন কাটছে না মুর্তাজার। সে বলে, 'স্কুলে যেতে চাই। মেসির মত খেলোয়াড় হতে চাই।'

সুনামিতে মৃত শতাধিক



লণ্ডভণ্ড সমুদ্র সৈকত

জাকার্তা-১৪ বছর আগে হয়েছিল বড়দিনের পর। এবার হল তিনদিন আগে। ইন্দোনেশিয়ার সৈকত জুড়ে ২২ ডিসেম্বরের রাতে তাণ্ডবের জেরে মারা গেলেন ২২২ জন। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কোনও পূর্বাভাস ছিল না। ফলে সতর্কতাও নেই। আগ্নেয়গিরি 'আনাক ক্রাকাতোয়া' থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। এবং যার জেরে সুনামিও শুরু হয়ে যায়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সুনামি হওয়াটা বিরল ঘটনা। শনিবার কিছু বোঝার আগেই জলের তোড়ে ভেসে যান কয়েকশো মানুষ।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!



প্রঃ জন্মগত হার্টের অসুখ সম্পর্কে জানতে চাই। বিপাশা সেন, আলিপুর

উঃ কিছু কিছু হার্টের অসুখ জন্ম থেকেই থাকে, এগুলিকে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বলে। এগুলি যত তাড়াতাড়ি ধরা যায়, ততই মঙ্গল।

কতকগুলি প্রধান অসুখ হল—

অ্যাট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট (Artial Septal Defect) ঃ এক্ষেত্রে দক্ষিণ ও বাম অলিন্দের মধ্যবর্তী যে দেওয়াল (Interatrial septum) থাকে, তাতে ফাঁক (defect) থাকে। ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এই ত্রুটি অনেক সময় কিছুটা বড় বয়সে ধরা পড়ে।

ভেন্ট্রিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট (Ventricular Septal Defect) ঃ এক্ষেত্রে দক্ষিণ ও বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী দেওয়াল (Ventricular Septum) -এ ফাঁক থাকে।

পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস (Patent Ductus Arteriosus) ঃ পালমোনারী আর্টারি ও অ্যাওর্টার একটি অংশের মধ্যে একটি যোগসূত্রকারী নালী থাকে, যা জন্মের পর বন্ধ হয়ে যায় একে ডাক্টাস আর্টারিওসাস (Ductus Arterious) বলে। যদি এই নালী জন্মের পর খোলা থাকে, তাকে **পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস** বলে।

কোআর্কটেশন অফ অ্যাওর্টা (Coarctation of Aorta) ঃ এই ত্রুটিতে অ্যাওর্টার (অর্থাৎ যে ধমনী শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করে) একটি অংশ সঙ্কুচিত হয়ে যায় (constriction), ফলে বিভিন্ন অংশে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

পালমোনারী স্টেনোসিস (Pulmonary Stenosis) ঃ পালমোনারী আর্টারির গোড়াতে বা তার আশেপাশে ছোটো হয়ে যায়। ফলে পালমোনারী আর্টারি থেকে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ফ্যালোটস টেট্রালজি (Fallots Tetralogy) ঃ এটি এক রকমের সায়নোটিক হার্ট ডিজিজ (Cyanotic Heart Diseases)। এই অসুখে ওভারাইডিং অফ অ্যাওর্টা (Overriding of Aorta), ভেন্ট্রিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট, পালমোনারী সেনোসিস, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি থাকে।

এই অসুখে বাচ্চার শরীর নীল হয়ে যায় (Cyanosis)। শ্বাসকষ্ট হয় এবং ঠিকমতো ব্যবস্থা না নিলে প্রাণসংশয় হতে পারে।

এবস্টিনস অ্যানোম্যালি (Ebsteins Anomaly) ঃ এই ত্রুটিতে ট্রাইকাসপিড ভাল্‌ভ, স্বাভাবিক অবস্থানের অনেকটা নীচে থাকে, ফলে দক্ষিণ নিলয় অনেক ছোটো হয়ে যায় এবং দক্ষিণ অলিন্দ অনেক বড় হয়ে যায়।

ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ভেসেলস (Transposition of Great Vessels) ঃ অ্যাওর্টা ও পালমোনারী আর্টারির অবস্থান বদলাবদলি হয়ে যায়।

এছাড়াও আরো কিছু ত্রুটি আছে, যেমন—ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া (Tricuspid atresia) সিঙ্গল ভেন্ট্রিকল (Single Venticle) ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস (Truncus arte riosus), কনজেনিটাল অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস (Congenital Aortic stenosis), টোটাল অ্যানোমেলাস পালমোনারী ভেনাস কানেকশন (Total amomalous pulmonary venous connction) প্রভৃতি। এইসব অসুখের শ্বাসকষ্ট, নীল হয়ে যাওয়া, শরীর ফুলে যাওয়া অনিয়মিত হৃদস্পন্দন প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগ নির্ণয় করা হয় প্রধানতঃ ইকোকার্ডিওগ্রাফির সাহায্যে। এছাড়াও কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন (Cardiac catheterisation) দরকার হয়।

চিকিৎসা ঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশন করতে হয়। এই নিয়ে বেশি দেরি করা ঠিক নয়। কিছু অল্প ক্ষেত্রে ছোটো এএসডি (ASD) বা ভিএসডি (VSD) নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রঃ কার্ডিওমায়োপ্যাথি সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। শতদেব দাস, সল্টলেক

উঃ কার্ডিওমায়োপ্যাথি (Cardiomyopathy) ঃ কার্ডিও মায়োপ্যাথি হল হার্টের পেশীর (Cardiac muscle) অসুখ। এটি নানা রকমের হয়। যেমন—

হাইপারট্রপিক কার্ডিও মায়োপ্যাথি (Hypertrophic Cardio myopathy) ঃ এতে হার্টের পেশীর বৃদ্ধি ঘটে। ফলে হার্টের স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়।

শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা দেয় এবং হঠাৎ মৃত্যু (sudden death) হতে পারে। এই রোগ ধরা পড়লে বেশি শারীরিক চাপ নেওয়া চলবে না। বিটা ব্লকার (Beta Blokcers), ক্যালশিয়াম চ্যানেল ব্লকার (Calcium Channel Blocker), অ্যামিওডারোন (Amiodarone) প্রভৃতি ওষুধ দেওয়া যায়।

সম্পাদকীয়

দেশে অপুষ্টি

বিশ্বজুড়ে অপুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে 'হু'-এর নিদান, আগামী ২০২৫ সালে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুধাশূন্য হবে। আমাদের দেশ ভারতও একই অঙ্গীকার করেছিল। ভারত ২০১৫ সালকে ভিত্তি করে এই লক্ষ্য গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, আমাদের দেশে অপুষ্টি কমছে। এর ফলে সেই লক্ষ্যে অবিচল কর্মপদ্ধতি চালু রাখে সরকার। দেশে প্রতিদিন আটচল্লিশ হাজার মানুষকে অপুষ্টির মাত্রা থেকে পুষ্টিতে ফেরাতে হবে। কিন্তু এখন দিনে মাত্র দশ হাজার মানুষ অপুষ্টির হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে। খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এটা যথেষ্ট নয়। বিশ্বের অপুষ্ট শিশুদের অর্ধেকের অবস্থান ভারতে অথচ আমাদের দেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। এই অভিশপ্ত অবস্থার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আরও দ্রুত অধিক মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার। এতেও সমস্যার সমাধান হবে না কারণ নতুন নতুন সমস্যা যেমন অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূলত্ব এসে ভিড় করেছে। এরাও নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি করে। ফলতঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পুষ্টির নিরীখে ৯টি সার্বিক লক্ষ্যকে বেছে নিয়েছে। এর মধ্যে শিশুর অপুষ্টি এবং মহিলাদের রক্তাল্পতা, স্থূলত্ব এবং মধুমেহ রোগ কমাবার বিষয়টি রয়েছে।

দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা আইন সমস্ত শিশুকে সমান সুরক্ষা দিতে পারছে না। খাদ্য শিশুর 'অধিকার'—এই স্লোগানে নিশ্চয়ই পুষ্টিকর খাদ্য শিশুর কাছে চলে আসবে না। অপুষ্টির কারণ বিভিন্নরকম হতে পারে। সেই কারণ নির্ণয় করে সমস্যার সমাধান করাটা জরুরি। এরই মধ্যে নতুন বিপদ দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যে শিশুদের মিড ডে মিলে ডিম, পেঁয়াজ, রসুন বাদ দেওয়া হচ্ছে। যুক্তি সেখানে ধর্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য চেতনার দৃষ্টিতে এটা চরম অমানবিক। যে দেশে এত শিশু অপুষ্ট সেখানে ধর্মের বর্ম পরিয়ে পুষ্টিবঞ্চনা করাটা যুক্তিসংঙ্গত নয়।

কবে শিশুর পুষ্টি নির্বাচনী যুদ্ধের রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে? এ প্রশ্নই শুধু নেতাদের কাছে নয়, নাগরিকদেরও এর উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। শিশু মৃত্যুর হার নিয়ে যদি রাজনীতি করা যায় তবে শিশুর অপুষ্টি নিয়েও কেন রাজনীতি হবে না? অপুষ্টির কারণে যদি শিশুর ওজন কমে এবং একই সাথে নেতাদের ওজন কমে গিয়ে ভোটে টান পড়ে, তবেই হয়তো এসব নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরিসংখ্যান দ্রুত দেশের সমস্যা হয়ে উঠবে।

ঐশ্বরিক

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ তাঁহাদের জ্ঞান হইতে কোন নাম যশের অন্বেষণ করেন নাই। তাঁহারা জগতে তাঁহাদের ভাব দিয়া যান, তাঁহারা নিজেদের জন্য কোনরূপ দাবী করেন না অথবা নিজেদের নাম কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম প্রণালী স্থাপন করিয়া যান না। তাঁহাদের প্রকৃতিরই উহা বিরোধী। তাঁহারা শুদ্ধ সাত্ত্বিক, তাঁহারা কোন চেষ্টা করিতে পারেন না, কেবল প্রেমে গলিয়া যান। আমি এইরূপ একজন যোগী দেখিয়াছি তিনি ভারতের একটী পর্ব্বতগুহায় বাস করেন। আমি যত অদ্ভুত লোক দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ইনি একজন। তিনি তাঁহার আমিত্ব একদূর হারাইয়াছেন যে, ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, তাঁহার ভিতর যে মনুষ্য ভাব ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে কেবল ঐশ্বরিক ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যদি কোন প্রাণী তাঁহার একটী হাত কামড়াইয়া দেয়, তিনি তাহাকে তাঁহার অপর হাতটীও দিতে প্রস্তুত হন এবং বলেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা। যাহা কিছু তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, সবই তিনি প্রচুর ইচ্ছা জ্ঞান করেন। তিনি লোকের কাছে দেখা দেন না, অথচ তিনি প্রেম এবং সত্য ও মধুর ভাবরাশির প্রস্রবন-স্বরূপ। তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তিশালী পুরুষগণ আসেন। তাঁহারা সিদ্ধ পুরুষগণের ভাব গ্রহণ করিয়া জগতে উহা প্রচার করেন। শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ ভাবরাশি সংগ্রহ করেন, আর বুদ্ধ খ্রীষ্টগণ আসিয়া সেই সব ভাব লইয়া স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া বেড়ান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে, জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—আকাশ যদি একটা রঙ্গমঞ্চ হত, প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটি পবিত্র চরিত্র হত, জ্যোৎস্না যদি একটি অনাবিল সঙ্গীত হত, তো সে মহানায়কের নায়িকা হতে তুমি,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভগবানও কবি। উপনিষদ কি বলেননি তাঁকে, কবি মনীষী পরিভুর স্বয়ম্ভূ?

মাসভায়ামি

১ জানুয়ারি — আলিপুর চিড়িয়াখানার উদ্বোধন ১৮৭৫।
কিউবাকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা ১৯৫৯।
বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্ম ১৮৯৪।

২ জানুয়ারি — নাট্যকার সফদর হাসমিকে নৃশংসভাবে হত্যা ১৯৮৯।
মনুষ্যবিহীন রকেট লুনা-১-এর চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল অবতরণ ১৯৫৯।
সিরাজ উদ দৌল্লার হাত থেকে কলকাতার মালিকানা নিলেন লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭।

৩ জানুয়ারি — ফ্লাইং মেসিন পরীক্ষায় অসফল হলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৪৯৬।

৪ জানুয়ারি — ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ১৯০৬।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পথের দাবি প্রকাশ ১৯২৯।

৫ জানুয়ারি — বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জন্ম ১৮৮০।

৬ জানুয়ারি — অন্ধদের জন্য অক্ষরমালার আবিস্কারক লুইস ব্রেল-এর প্রয়াণ ১৮৫২।
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে ভারতের বিভাজন গৃহীত হল ১৯৪৭।
শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রথম ভারতীয় হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগপত্র পেলেন ১৮৬৭।

৭ জানুয়ারি — মার্কনি আন্তর্জাতিক রেডিও সিগন্যাল আবিষ্কার করলেন ১৯০৪।
বাল্টিমোরে প্রথম রেল স্টেশন চালু হল ১৮৩০।

৮ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি জানালেন পৃথিবী সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে ১৬৪২।
শিল্পী কেলুচরণ মহাপাত্র ও লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯২৬, ১৯০৯।

৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খুরানার জন্ম ১৯২২।
ভারতের বিজ্ঞানীদের প্রথম সুমেরু অভিযান ১৯৮২।

১০ জানুয়ারি — ইউ এন অ্যাসেম্বলির প্রথম বৈঠক হয় লন্ডনে ১৯৪৬।
ভারত পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৬৬।
লন্ডনে প্রথম চালু হল ভূগর্ভ রেল ১৮৬৩।
নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন ড্যানিয়েল ওরতেগা ১৯৮৫।

১১ জানুয়ারি — ভারতের নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন শুরু ১৯৫৫।
প্রথম টেলিভিশন নেট ওয়ার্ক চালু হল আমেরিকাতে ১৯৪৯।
পূর্ব পাকিস্তানের নাম হল বাংলাদেশ ১৯৭২।

১২ জানুয়ারি — বিপ্লবী সূর্যসেনের ফাঁসি ১৯৩৪।
স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩।
কলকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল উদ্বোধন করলেন বিজ্ঞানী জুলিও কুরী ১৯৫০।

১৩ জানুয়ারি — ভিয়েতনামের সেনাপ্রধান ভো নগুয়েন গিয়াপকে সম্বর্ধনা ১৯৯১।
সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কলকাতায় গান্ধীজির অনশন শুরু ১৯৪৮।

১৪ জানুয়ারি — কবি কায়ফি আজমির জন্ম ১৯১৯।
গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম ১৯১২।

১৫ জানুয়ারি — কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ১৭৮৪।
বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯৩৪।

১৬ জানুয়ারি — ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকা ১৯৯১।
মহাকাশে দুটি রকেট থেকে নভশ্বরদের স্থান বদল ১৯৬৯।

১৭ জানুয়ারি — আফগানিস্তানে পালিয়ে গেলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪১।
জ্যোতি বসুর প্রয়াণ ২০১০।

১৮ জানুয়ারি — প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ১৯১৯।
ইংল্যান্ডে আধুনিক হকি খেলা চালু ১৮৮৬।

১৯ জানুয়ারি — ভারতে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬।
জীবন বিমার জাতীয়করণ ১৯৫৬।

২০ জানুয়ারি — সীমান্ত গান্ধীর প্রয়াণ ১৯৮৮।
হিন্দু কলেজের নাম হল প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৮১৭।

২১ জানুয়ারি — ভারতে কপি রাইট আইন চালু ১৯৫৮।
আলবেনিয়া প্রজাতন্ত্র দেশ হিসেবে ঘোষিত হল ১৯২৫।

২২ জানুয়ারি — ঔরঙ্গজেব শাহাজাহানকে বন্দি করে রাখলেন আগ্রা দুর্গে ১৬৬৬।
দেরাদুনে অন্ধদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ১৯৬৩।

২৩ জানুয়ারি — সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৯৭।
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা চালু হল ১৯৬৫।

২৪ জানুয়ারি — 'জনগনমন' জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি পেল ১৯৫০।
কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ১৮৫৭।
উইনস্টন চার্চিলের প্রয়াণ ১৯৬৫।

২৫ জানুয়ারি — মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪।

২৬ জানুয়ারি — সারা ভারত জুড়ে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ১৯৩০।
জাতীয় স্মারক হিসেবে গৃহীত হল অশোক চক্র ১৯৫০।

২৭ জানুয়ারি — সংগীত স্রষ্টা মোজার্টের জন্ম ১৭৫৬।

২৮ জানুয়ারি — ভারতে এলেন ভগিনী নিবেদিতা ১৮৯৮।
লাল লাজপত রায়ের জন্ম ১৮৬৫।

২৯ জানুয়ারি — হিকির সম্পাদনায় ভারতে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ ১৭৮০।
পেট্রোল চালিত প্রথম মোটর যান' চালু করল বেনজ্ ১৮৮৬

৩০ জানুয়ারি — গান্ধীজিকে হত্যা ১৯৪৮।
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি চালু করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৩।

৩১ জানুয়ারি — ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পাখি হিসেবে ঘোষণা করা হল ১৯৬৭।
স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান সেনাদের আত্মসমর্পন ১৯৪৩।

স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে দু'চার কথা

পারিজাত বোস

রোগহীন হলেই স্বাস্থ্য ভাল আছে বলাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'স্বাস্থ্য মানে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ভাল থাকা। সেকারণেই মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের অধিকারকে মোটেই বাদের তালিকায় রাখা যাবে না। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে দেশে অনেকদিন আগে থেকেই ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়েছিল। এই ইতিহাসটা বেশ প্রাচীন বলা চলে। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারের জন্য লড়াইটা সাম্প্রতিকালে শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংগঠন। এই রাজ্যে স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে লড়াইয়ে ৩০ টিরও বেশি সংগঠনকে নিয়ে চার বছর আগে তৈরি হয় সারা বাংলা সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রচার কমিটি'।



অনুগ্রহ নয়, স্বাস্থ্য হল নাগরিকের অধিকার। এই রাজ্যের কিছু নবীন দায়বদ্ধ চিকিৎসক শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগ গ্রহণের পেছনে ছিলেন ছত্রিশগড়ের শংকর গুহ নিয়োগী। তিনিই প্রথম শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ওপর নজর দেন। পরে তিনি খুন হয়ে যান কিন্তু তাঁর ভাবনাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে জন্ম হয় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের। বেলুড়ে তৈরি হয় শ্রমজীবী হাসপাতাল।

রাষ্ট্রের কাছে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের যে অধিকার দাবি করা হয়ে থাকে। তা কি রাষ্ট্রের পক্ষে দেওয়া সম্ভব? দেশের নাগরিকদের সার্বিক স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব। এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাই যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে। স্বাস্থ্যের দায়িত্ব রাষ্ট্রগতভাবে নিয়েছে পেরু (২০০৯), জার্মান (১৯৪১), চিন (১৯৫০), নিউজিল্যান্ড (১৯৩৮), কিউবা (১৯৬০) সহ আরও বিভিন্ন দেশ। বিপুল জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষেও এই কাজটা করা সম্ভব। এই কাজ করার জন্য আটবছর আগে একটি বিশেষ কমিটি তাদের সুপারিশে বিস্তারিতভাবে সবকিছু উল্লেখ করে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, গত তিনদশকে স্বাস্থ্যের উন্নতি কি হয়নি? আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্যে প্রচুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। সরকারি হাসপাতাল গুলিকেও উন্নত করা হয়েছে। জেলাও হাসপাতালে বিভিন্ন চিকিৎসার সুযোগ বাড়ছে। বিরোধীরা যতই বলুক, স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা মানতেই হবে, কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। স্বাস্থ্য পরিষেবার দায় যে রাষ্ট্রের সেটা আমরা নৈতিকভাবে মানছি তো। না কি সামান্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপাত সমস্যার সমাধান করছি।

গত দু'শতকে রাজ্যের শহরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানচিত্রটা বেশ বদল হয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষদের এখন সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি বিশেষ আগ্রহ নেই। তারা এখন নার্সিংহোমমুখী অথবা হেলথ হাবে চলে যাচ্ছেন। এই গতি প্রকৃতিকে সামনে রেখে সরকারি হাসপাতাল গুলিতেও শুরু হয়েছে পিপিপি মডেল অর্থাৎ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। স্বাস্থ্য বিমাকেন্দ্রিক ধনবাদী চিকিৎসা এরাজ্যে শুধু নয়, সারা দেশজুড়েই শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে



বেসরকারি নানা উদ্যোগ চালু হতে বাধ্য। এটা নিয়ে মাঝে মধ্যেই রাজনীতি করা হয়, যার কোনও অর্থ হয় না। কারণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে টাকা দিয়ে চিকিৎসা নাও। এই প্রবণতাটা দেশ জুড়েই চলছে। শুধু স্বাস্থ্য নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

কিন্তু স্বাস্থ্য আন্দোলন ঠিক এর বিপরীত ধর্মী। সমাজে অবহেলিত মানুষের, শ্রমিক, কৃষিজীবী এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকারকে সামাজিক সুরক্ষা দিতেই স্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি ব্যবস্থায় চিকিৎসা যাতে সব মানুষের উপকারে আসে, তারই জন্য স্বাস্থ্য আন্দোলন দরকার।

সুন্দর সুন্দর কংক্রিকেটের বাড়িতে হাসপাতাল নির্মাণ, চিকিৎসকদের হয়রানি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সরঞ্জামের অভাব, এই সমস্ত বিষয়ের বাইরে গিয়ে বৃহত্তর পরিসরে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। সেকারণেই স্বাস্থ্য আন্দোলনের গুরুত্বটা অনুধাবন করা উচিত। যে সমস্ত দেশে ইতিমধ্যেই 'স্বাস্থ্য হচ্ছে অধিকার' বিষয়টিকে মান্যতা দিয়েছে, আমরা কেন তাদের দিকে ফিরে তাকাবো না। পেছনে তাকানোটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। বরং ইতিহাস খুঁজে দেখার, খুঁড়ে দেখার তাগিদ বলা চলে।

কৃষি ঋণ মকুবের রাজনীতি

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত বেশ কয়েক বছর ধরেই কৃষি অর্থনীতি একটা আলোচনার বিষয় হয়েছে। আলোচনাগুলো অবশ্য তেমন দাগ কাটছিল না কিছুদিন আগেও। সাম্প্রতিক তিনটি হিন্দি ভাষী রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড় এবং রাজস্থানের ভোটে ক্ষমতা পালাবদলের পর দেশের কৃষি অর্থনীতি সাধারণ মানুষেরও আলোচনার বিষয় হয়েছে।



কৃষি সংকট নিয়ে এই পত্রিকাতেও লেখক পূর্বে আলোচনা করেছে। তবে এবারের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কৃষিতে ঋণ মকুবের ওপর। রাজনীতির অন্দরে একটা কথাই বারবার আলোচনা হচ্ছে, এবারের তিনটি রাজ্যে ক্ষমতার পালা বদলের পেছনে মূল শক্তি হল কংগ্রেসের কৃষিঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি। অনেক পণ্ডিত এটাকে ভালেভাবেই নিচ্ছেন আবার অনেকে বলছেন এভাবে কৃষিঋণ ছাড় দেওয়া হলে ব্যাঙ্কিং শিল্পের ক্ষতি এবং কৃষিরও ক্ষতি। এটা ঠিকই কৃষিঋণ মুকুব করলে গ্রামের বহু চাষী আরাম বোধ করবেন। তারা হয়ত অন্যান্য খাতে কিছু খরচ বাড়াবে। গ্রামীণ অর্থনীতির কিছুটা চাহিদা বাড়বে। কিন্তু এর ফলে কৃষির দীর্ঘকালীন লাভ হবে না।

কৃষি দীর্ঘস্থায়ী উপকার করতে গেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সরকারি বিনিয়োগ। গত ২৫ বছরে কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ দেখা যায় নি। গত কয়েক মাস ধরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চাষীদের বিক্ষোভ বেড়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু তাতেও কি কৃষির পরিবর্তন বিশেষ কিছু হবে? কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়বে! বাঁধ নির্মাণ, আরও বহু জমিকে ভালোভাবে সেচের আওতায় আনা, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ, কৃষিপণ্যের বিক্রির ব্যবস্থা করা, ভাল কৃষি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, চাষীদের ব্লক অফিস বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং উৎসাহ প্রদান করা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া জরুরী। ঠিকমতো কৃষিঋণের ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন।

অনেক অর্থনীতিবিদ্ কৃষিপণ্যের রপ্তানির ওপর জোর দিতে বলেছেন। তাদের মতে অনেক সময় সুযোগ থাকলেও কৃষিপণ্য রপ্তানি করতে বাধা দেওয়া হয়। যুক্তি দেওয়া হয় দেশে প্রয়োজনের তুলনায় যোগান কম। গত এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত ৮টি রাজ্যে ১.৯ বিলিয়ন টাকার কৃষিঋণ মাপ করেছে বিভিন্ন সরকার। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র মিলিয়ে ৭০ হাজার কোটি টাকা এছাড়া পাঞ্জাব এবং বর্তমানে ক্ষমতা বদলের পর এই তিনটি রাজ্য ঋণ মুকুব করেছে। এরফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রাজ্যগুলো কৃষিঋণের টাকা ব্যাঙ্কে দিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে অথচ রাজ্যের বাজেটে টাকা না রেখেই কৃষিঋণ মুকুবের ঘোষণা করা হচ্ছে। তাই কীভাবে রাজ্যসরকারগুলো



ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ করবে তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। ধরা যাক পাঞ্জাব সরকার কৃষিঋণ ঘোষণা করেছে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বাজেটে রাখা আছে ৬০০ কোটি টাকা। এখানেই সমস্যা এবং রাজনীতির বিষয়।

ব্যাঙ্কের তরফেও জানানো হয়েছে এভাবের ঋণ মকুবের ঘোষণায় ব্যাঙ্কিং শিল্পই মার খায়। যার ফলে দেশের অর্থসচিবের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আসলে এই কৃষিঋণ মকুবের সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় বড় কৃষক। তারা কৃষি আয়করও দেয় না। অন্যদিকে কৃষি শ্রমিকদের মজুরী কমছে কারণ কৃষিক্ষেত্রে লাভ নেই বলে।

সমস্ত কৃষিঋণ মকুব মোটেও ভাল জিনিস নয়। সম্পূর্ণ ঋণ মকুব করতে হলে, ক্ষুদ্র চাষীদের করা যেতে পারে। তবে সরকারের উচিত কৃষিকে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া, কৃষিকে লাভজনক করা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যটিকে রক্ষা করা। কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিক বার করে দেশের অর্থনীতিকে ভাল করার পরিকল্পনা করা দরকার, দেখতে হবে সাধারণ মানুষের আয় যেন ভাল হয় এবং অসাম্য যেন কমে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার গুরুত্ব

কালিদাস চক্রবর্তী

সব দেশের ক্ষেত্রেই একথা সত্য যে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তরুণ সমাজ গড়ে ওঠে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার বেশির ভাগই ব্রিটিশ মডেলের উপর দাড়িয়ে, সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে, তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর, ব্যবহারিক দিকে নয়। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির



উদ্দেশ্য হল, একটা নির্দিষ্ট সময় কালের মধ্যে একজন ছাত্র কতটা জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, তা যাচাই করা। ওই নির্দিষ্ট সময়কালের শেষে যে অন্ত্য পরীক্ষা হয়, সেটা বিশেষ কোনও বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই পরীক্ষায় কোন ছাত্র যদি ভাল ফল করে, তাহলে শিক্ষকরা এই ভেবে গর্ব করেন যে তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সফল হয়েছে এবং ছাত্রদের অভিভাবকরাও খুশি হন। তাই পরীক্ষার মাধমে যাচাই করা যায় শিক্ষকরা তাদের কর্তব্যে কতটা অবিচল।

পক্ষান্তরে পরীক্ষা ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে, ছাত্রেরা পাঠ্য বিষয়ে ফাঁকি দেবে, পিতামাতাও বুঝতে পারবেন না সন্তানের অগ্রগতি এবং সর্বোপরি, শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা তলানিতে এসে ঠেকবে। যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ঘটেছে। একজন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ভাল করে তার মাতৃভাষা বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে রিডিং পড়তে পারে না। অঙ্কের গুণ, ভাগ করতে পারে না ; ইংরেজির কথা না বলাই ভাল। বর্তমানে ছাত্রেরা নির্দিষ্ট সিলেবাসের বাইরে কিছু শেখে না। যখন পরীক্ষা সামনে এসে যায়, তখন তারা সিলেবাসের অন্তর্গত বিষয়বস্তু বার বার পড়ে মুখস্থ করে এবং পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দেয়। শিক্ষকরাও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের সময় সিলেবাস বহির্ভূত বিষয় আলোচনা করে ছাত্রদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন না। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রমী শিক্ষকও আছেন যারা প্রশংসার যোগ্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা তুলে ধরছি। আমি শহর থেকে বহু দূরে একটা গণ্ডগ্রামের স্কুলে পড়ে ছি - উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্তবর্তী গ্রামে। স্কুলে হেডমাস্টার, সহকারী হেডমাস্টার এবং গণিতের শিক্ষক-এই তিনজনই সাধারণ বি.এ. এবং বি.এস.সি. পাশ, বাকি শিক্ষকরা দু'একজন ম্যাট্রিকুলেট, অন্যেরা ভার্নাকুলার মাস্টার অথবা তাও নন। কিন্তু তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোন ফাঁক ছিল না। আমাদের প্রধান শিক্ষক এবং আমার পিতৃদেব (তখনও ম্যাট্রিকুলেট) আমাদের ইংলিশ লিটারেচার, গ্রামার, কম্পোজিশন পড়াতেন। হেডমাস্টার মশাই Norman Mckinnel-এর লেখা The Bishop candle sticks -একাঙ্ক নাটকটি পড়াবার সময় দেশি-বিদেশি গ্রন্থ থেকে কত উদাহরণ দিতেন। নাটকের শেষে দশ বছর জেল খাটা অপরাধী অশ্রুসজল কণ্ঠে বিশপ-এর কাছে আশীর্বাদ চাইছে-হৃদয়ের এই পরিবর্তন বোঝাতে হেডমাস্টার মশাই বললেন, তস্কর হৃদয়, গলে হীরা হয়, প্রেমের এমনই জাদু। আমাদের পিতৃদেবও যখন কবিতা (English) বা কোনো ইংলিশ আর্টিকেল পড়াতেন, তখন বিশেষ করে শেক্সপীয়র, মিল্টন এবং সংস্কৃত স্রোত উদ্ধৃত করে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরের জ্ঞান সরবরাহ করতেন। তেমনি ইতিহাস ভূগোলের স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষকরাও কেমন মজার মজার গল্প বলে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতেন। এতক্ষণ ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

আবার মূল প্রসঙ্গে আসি। আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে শিক্ষার পদ্ধতিতে ত্রুটির জন্য পরীক্ষার বহু পূর্ব থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নেয় অথবা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমাদের রাজ্যেই প্রাইভেট টিউশন এবং কোচিং সেন্টারের রমরমা। কেউ কেউ আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কোচিং করাটাকেই জীবনের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এছাড়া, কর্মরতা শিক্ষকরাও নিজের বাড়িতে কিংবা ঘর ভাড়া নিয়ে কোচিং ক্লাস খুলে বে-আইনিভাবে লক্ষ্য টাকা পর্যন্ত উপার্জন করছেন। এর মধ্যে একটুই অতিরঞ্জন নেই। আমি চোখের সামনে যা দেখছি, তাই লিখছি।

বিদ্যালয় বা কলেজের পরীক্ষাগুলো ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম সমীক্ষার প্রকরণ। যে কোনও বোর্ডের পরীক্ষার আগে স্কুলের শিক্ষকরা সিলেবাস কোনরকমে শেষ করার দিকে মন দেন, কিন্তু তাঁরা যাচাই করেন না ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়বস্তু আদৌ বুঝতে পারল কি না। বাধ্য হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিং নির্ভর হয়ে পড়ছে। কারণ তারা জানে যে ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষার পর থেকে



একের পর এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পেশা ও জীবিকা অর্জনের জন্য বৃহত্তর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং, পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়ায় পরীক্ষার কোন গুরুত্ব ওইসব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নেই। ফলে অভিভাবকরাও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। এই কারণেই আমাদের রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গজিয়েছে এবং মধ্যবিত্ত, নিম্ন - মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও সেখানে ভর্তি হচ্ছে, আর্থিক অনটন সত্ত্বেও।

বর্তমানে পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটিও ধরা পড়েছে। বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চাপ তো আছেই, তার ওপর এমন কতগুলো ফ্যাক্টর যোগ হয়েছে যাতে প্রকৃত মান যাচাই প্রশ্নের মুখে এসে দাড়িয়েছে। প্রায়শই দেখা যায় পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। পরীক্ষার হলে টুকলি দেখে কপি করা চলছে-এর ফলে প্রকৃত ভাল ছাত্রেরা প্রত্যারিত হচ্ছে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা ও ব্যবহারিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। যাইহোক, বহু শতাব্দীর ধরে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চলে আসছে, তাকে রাতারাতি বাতিল করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে যাতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয় এবং কঠোর হস্তে পরীক্ষার হলের মধ্যে অসদুপায় অবলম্বন যেন বন্ধ করা যায়। তাছাড়াও পরীক্ষা অন্তে খাতার যথাযথ মূল্যায়ন অবশ্য কর্তব্য।

কবিতা

নববর্ষ

ভরতচন্দ্র মণ্ডল

নববর্ষ উদিত হল
মধ্য রাতের পরে
আনন্দ আর উল্লাস
প্রতি ঘরে ঘরে।
সকালবেলা পুব গগনে
সূর্য খানি দেখি,
আলোর জ্যোতি ছড়ায় কেমন
দুয়ার খোলা আঁখি।
খুশিতে ভরা বহু মানুষ।
কান্নায় ভাসে অনেক জন
কারো আছে ঋণের বোঝা
বুক ভরা গুঞ্জন।
কেউবা হারায় বুকের রতন
অনেকে আরামে বসি,
লেখনি ধরে লিখছে যারা
তারা কি রয়েছে খুশি ?

আবহমান

বিপুল কুমার ঘোষ

শীত এলেই পাতা ঝড়ে টুপটাপ
পর্ণমোচীদের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস !
তুমি লিখে যাও অদ্ভুত এক কলম
হলুদ পাতায় দিনরাত্রির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রাতঃ ভ্রমণ তাই মাঝে মাঝে থমকে যায়
শিমুল পলাশের ডালে ডালে রক্তিম ফুলে
আবহাওয়ার সংকেত মোটামুটি জেনেও
কুয়াশার মাঝে মেঘের হানা কিসের ভুলে !

সকাল থেকে নেমেছে রোদের ঢল
ক্ষয়াটে নদীর জল বহে হতাশায়
তুমি তো কুড়িয়ে যাও রূপালী আঁশ
একমনে মাখন মাটির পুতুল প্লবতায়।

এইভাবে পায়ে হাঁটা সন্তর্পণে এড়িয়ে ঘাস
তুমি এখনো গুনে যাও যত শিশির দল।
আবহমান নির্ভুল সময় হতে থাকে
ধানগন্ধী এলো চুলে বুকের ভাষা জল।

সত্যি বলছি ভাই

অর্জুন দেবনাথ

পুঁজিবাদ গণবাদ
কান বাদ নেই ধার,
মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ
যানজট একাকার।
রাস্তায় বন্দী
রুগী ও পোয়াতী
ধর্মঘট সার্থক বলে
ডাকে নেতা গলাটি।
মিটিংয়ে চাটান মারে
ডান বাম মধ্য,
স্বাধীনতা পেয়ে মোরা
ভুলে গেছি গদ্য।
নারী ও বেকার নিয়ে
যত কচ কচি
পার্লামেন্টে বাড়ে ফি
আর বাড়ে এ সি
জনতা গাধা বনে
নেতদের ভাষণে
মিলুক না মিলুক
চাল ডাল রেশনে।
এমন স্বাধীনতা
ছিল কি কাম্য
নীরবে কাঁদেন দেশে
নেতাজী শত বরেণ্য।
এই কথা বলে যদি
পড়ি আমি ফ্যাসাদে,
যেতে আমি রাজি আছি
লোহার গারদে।

জনসচেতনতা র‍্যালির বিভিন্ন মুহূর্ত

































১. পতাকা উত্তোলন। ২. শান্তির বার্তা। ৩. র‍্যালির অগ্রভাগ। ৪. ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া রোধে সচেতনতা বার্তা। ৫. অঙ্কন প্রতিযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কিশোরী। ৬. আন্তরিক-এর পথনাটিকা। ৭. কর্মশালায় বিশেষ অতিথিবৃন্দ। ৮. মিছিলের পথে সম্পাদককে সম্বর্ধনা। ৯. থ্যালাসেমিয়া মুক্ত ভারত চাই। ১০. নো-হর্ন। ১১. মিছিলে সেরাম পরিবার। ১২. মিছিলের শিশুদের পথ নৃত্য। ১৩। সম্বর্ধনা দেওয়ার অপেক্ষায় উদ্যান গ্রন্থাগার। ১৪. থ্যালাসেমিয়া পরিবার। ১৫. অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ। ১৬. অঙ্কন প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী। ১৭. রক্তদানে সংগঠনের সদস্য।



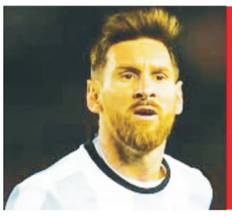
Marching ahead with Time.

HOARDING MONOPOLE
GYPSY BUS PASSENGER SHELTERS
ILLUMINATED BUS PASSENGER SHELTERS
ROAD GANTRIES
FRONTLIT BACKLIT
SIGNAGES POLE ADS
CUSTOMISED TRUCK DISPLAY
FABRIC BANNERS
FLEX BANNERS
DIGITAL BACKDROPS BILL BOARDS
DECORATIVE ARCHING
AND NON- ARCHING GATES
NEON SIGN ETC.



Since 1932

KARUKRIT®
13A, Madanmohantala Street Kolkata - 700 005
Phone : 2554-1512/3633, 2555-2977, Fax : 2554-1802
E-mail - karukrit1932@karukrit.com
Website : www.karukrit.com



স্টেডিয়াম



হকিতে ভারতের হার



হারের পর রেফারির ওপর তর্জন গর্জন।

ভুবনেশ্বর-হকিতে বিশ্বকাপ পাওয়ার জন্য ভারতীয়রা ৪৩ বছর ধরে অপেক্ষা করে চলেছে। হকি বিশ্বকাপ পেতে সেই সময়টা অর্ধশতাব্দী পার হয়ে যাবে। ১৩ ডিসেম্বরে ভুবনেশ্বরে ভারত নেদারল্যান্ডের কাছে হেরেছে ২-১ গোলে। হেরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রেফারির মুণ্ডপাত করাটা আমাদের পুরনো রোগ। অন্যদিকে ডাচ টিম ২০০০ সালের পর অলিম্পিক বা বিশ্বকাপে সোনা জেতে নি। মাঝমাঠের দুর্বলতাই ভারতকে গ্রাস করেছে। ফুটবলে আমরা কবে বিশ্বকাপ জিতব তা বলা সত্যিই কঠিন। ভারতের হয়ে ম্যাচে গোল করেন আকাশদীপ এবং নেদারল্যান্ডের হয়ে গোল করেন ব্রিঙ্কম্যান এবং ফান ডার ওয়েরডেন। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়ে বিশ্বকাপ হকি থেকে বিদায় নিল ভারত।

সিন্ধুর চমক



গুয়াংঝৌ-ওয়ার্ল্ড টুর ফাইনালে অবশেষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নজোমি ওকুহারাকে হারিয়ে সোনার পদক পেলেন পুসারলা বেঙ্কট সিন্ধু। পরপর সাতটি প্রতিযোগিতায় হারের পর জয়ের মুখ দেখতে পেলেন তিনি। এর আগে কোনও ভারতীয় ওয়ার্ল্ড টুর চ্যাম্পিয়ন হননি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সিন্ধু বলেন, 'এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এত ভাল লাগছে যে, বলে বোঝাতে পারব না। আসলে কী যে বলব সেটাও বুঝতে পারছি না। বারবার নানা জায়গার ফাইনালে হারার পর সাফল্য এল। তাও এত বড় মঞ্চে। এই জয় আমার কাছে অবিস্মরণীয়। বছরটা সত্যি দারুণভাবে শেষ হল।' সিন্ধুর এই সাফল্যে খুব খুশি তাঁর কোচ পুল্লেলা গোপীচন্দ।

অস্ট্রেলিয়াতে ইতিহাস

অ্যাডিলেড-শেষ পর্যন্ত অ্যাডিলেডে জয়ে ফিরলেন ভারতীয় ক্রিকেট দল। পূজারার লড়াই ভারতকে জয়ের ভিত গড়ে দেয়। প্রথম ইনিংস ১২৩ করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৭১ রান করে পূজারা ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ হন। টেস্ট চলাকালীন স্বচ্ছন্দ অবস্থাতেও যাতে গোটা ভারতীয় দল আত্মতুষ্টিতে না ভোগে, তার জন্য সর্বদা সকলের দিকে চোখ রেখেছিলেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কোনো ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়াতে এর আগে প্রথম টেস্ট কখনই জিততে পারে নি। সেই কারণেই অ্যাডিলেডের এই জয় কোহলির দলের জন্য ঐতিহাসিক।

লঙ্কার নতুন কোচ

কলম্বো-পরেরবারের বিশ্বকাপকে টার্গেট করে শ্রীলঙ্কা নতুন ব্যাটিং কোচ করল জোনাথন লুইসকে। এর আগেই ফিল্ডিং কোচ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ রিক্রন। লুইসের বয়স এখন ৪৩। এর আগে তিনি ডারহ্যাম কাউন্টি দলের প্রধান কোচ ছিলেন। ইংল্যান্ডের হয়ে ১৩টি ওয়ান ডে এবং একটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। শ্রীলঙ্কার আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফর থেকেই লুইস দায়িত্ব পেলেন। কয়েক বছর আগেও শ্রীলঙ্কা বিশ্ব ক্রিকেট আসরে একটা শক্ত ভিত তৈরি করতে পেরেছিল। বিশেষ করে ওয়ান ডে ক্রিকেটে। পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে আবার কোমর কষে মাঠে নামতে চাইছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল।

ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের জয়



ডার্বিতে জয়ের পর উল্লাস।

নিজস্ব প্রতিনিধি-সাড়ে বত্রিশ মাস পর কোনও প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল হারাল মোহনবাগানকে (৩-২)। অবশ্য এটা কোনও বিদেশি ফুটবলারের সৌজন্যে নয়। মিজোরাম ও কেরলের দুই ভারতীয় ফুটবলারের তিনটি মনে রাখার মত গোল মশালে আগুন ধরিয়ে দিল। এই জয়ের পেছনে ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচের সঙ্গে আরও দু'জনের নাম জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। তারা হলেন লালডান মাউইয়া (জুনিয়র রালতে) এবং জাস্টিন। ১৬ ডিসেম্বরের ম্যাচে দুটো গোল করেছেন জুনিয়র রালতে এবং একটি করিয়েছেন জাস্টিনকে দিয়ে। ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন রালতে। ম্যাচ শেষে লাল হলুদ সমর্থকদের মিছিলে স্লোগান শোনা গেছে, 'রালতে-জবির গোলে, পাল তোলা নৌকা ডোবে।' মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন আজহারউদ্দিন ও দিপান্দা ডিকা। মাঝ মাঠের দখল সেভাবে নিতে পারেনি মোহনবাগান। যার খেসারত দিতে হল শেষ পর্যন্ত।



দিল্লিতে পারুপল্লি কাশ্যপকে বিয়ে করলেন সাইনা নেহওয়াল। ১৪ ডিসেম্বর ছবি পোস্ট করে টুইটারে লিখলেন "এটাই আমার জীবনের সেরা ম্যাচ।"

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিষ সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুদ্র রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) বুদ্ধদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) সৈকত মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিভাস সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিল্পী মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিল ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিক্তা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নমিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ বসাক ৩১) মালঞ্চ সাহা ৩২) রীতা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) সেখ নাজিবুর রহমান ৩৫) ইরা দত্ত ৩৬) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৭) শান্তি ব্যানার্জী ৩৮) রীতেশ ঘোষ ৩৯) শীলা নন্দী ৪০) অমিতাভ সিনহা ৪১) দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য ৪২) শুভাশিষ সুর ৪৩) পুলক কুমার সুর ৪৪) সমীরণ গুহ রায় ৪৫) রূপা ব্যানার্জী ৪৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৭) মিম্পি রাহা ৪৮) দেবাশীষ দাস ৪৯) নমিতা রায় ৫০) রাজা কর ৫১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী। ৫২) আশিস ভট্টাচার্য ৫৩) কমলকান্তি ঘোষ ৫৪) বর্বতা দাস ৫৫) আলোকনা সিকদার ৫৬) মধুমিতা পাত্র ৫৭) শুভময় কুণ্ডু ৫৮) সুদীপা কর্মকার ৫৯) গোপাল সাহা ৬০) তাপস মুখার্জি ৬১) উমেশ গুপ্তা ৬২) মধু শেঠ ৬৩) অনুপম রায় ৬৪) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৬৫) বুদ্ধদেব শর্মা ৬৬) মোনালিসা হালদার ৬৭) বিক্রম রায় ৬৮) টিম আহান ৬৯) সুকুমার পাল ৭০) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য্য ৭১) সব্যসাচী বসু ৭২) এস. এস. চন্দ ৭৩) তনয় মাইতি ৭৪) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৫) সমরেন্দ্র পাল ৭৬) অরিজিৎ সীল ৭৭) মানবেন্দ্র সরকার ৭৮) মৌমিতা ঘোষ ৭৯) শান্তনু ঘোষ ৮০) অভিষেক মিত্র ৮১) এস কে বাবলু ৮২) কানন কুমার মণ্ডল ৮৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,